বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

কি ও কেন

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
কি ও কেন?

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

প্রকশনায়
কল্যাণ প্রকাশনী
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
ফোন : ৮৩৫৮১৭৭, ০১৫৫২৩২৭৫৯৩

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০২ ইংরেজি

দশম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি - ২০১৮ ইংরেজী

কম্পোজ ও মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
ফোনঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

Bangladesh Sramik Kalyan Federation Kee O Keno?
By Professor Mujibur Rahman, Former MP & President Bangladesh Sramik Kalyan Federation Published by Kalyan Prokashoni, 435, Elephant Road Bara Mogh Bazar, Dhaka- 1217. Phone : 8358177, 01552327593
Fixed Price: 7.00 Taka only

ঈমানদার ও খেটে খাওয়া
মজলুম শ্রমিক কর্মচারীদের
দুনিয়া ও আখেরাতের
কল্যাণ কামনায়...

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
অশান্তি সব জায়গায়	৫
অশান্তির কারণ	৫
মুক্তির পথ	৬
ইসলামী শ্রমনীতির মূলকথা	৬
শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য	৭
শ্রমিক সংগঠনের গুরুত্ব	৭
নামকরণ	৮
শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কি?	৯
ফেডারেশনের আকীদা ও বিশ্বাস	১০
শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পরিচিতি	১০
শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বৈশিষ্ট্য	১০
শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ইতিহাস	১১
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	১১
দাওয়াত	১২
কর্মসূচি	১৩
ট্রেড ইউনিয়ন	১৩
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	১৪
সেবা ও সংস্কার	১৪
সাংগঠনিক কাঠামো	১৪
ফেডারেশনের ৪টি স্তর	১৪
শ্রমনীতি	১৫
ফেডারেশনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিচিতি	১৫
শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সদস্য হোন	১৫
সভাপতি ও সেক্রেটারীর তালিকা	১৬
যোগাযোগের ঠিকানা	১৬

بسم الله الرحمن الرحيم

অশান্তি সব জায়গায়

সুন্দর এ পৃথিবীর বুকে অশান্তির আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলছে। দুনিয়ার মানুষ শান্তির সন্ধানে দিক-বিদিক ঘুরে ঘুরে মরছে। জুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার অবিচার, ব্যভিচার, মারামারি, খুন রাহাজানি রক্তপাত দিন দিন বেড়েই চলেছে। দুর্নীতি ও সন্ত্রাস পৃথিবীবাসীকে কাঁপিয়ে তুলছে।

সমাজের কিছু লোক অসহায় শ্রমিকদের ঘাম ও রক্তের বিনিময়ে একদিকে কালো টাকার পাহাড় গড়ে তুলছে, অপরদিকে কোটি কোটি মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় রোগে-শোকে আহাজারী করে অর্ধহারে-অনাহারে মানবেতর জীবন যাপন করছে। সাম্রাজ্যবাদী, সমাজবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষবাদী শক্তি শ্রমিক রাজ কায়েমের মিথ্যা শ্লোগান দিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির নামে অসহায় মেহনতী মানুষকে গোলামীর জিঞ্জিরে বন্দী করে রেখেছে। মালিক ও শ্রমিককে দুই বিপরীত পক্ষ বানিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধ ক্ষেপিয়ে তুলছে। শুধু তাই নয় মালিক শ্রমিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ বাধিয়ে সুবিধাভোগী গোষ্ঠী নিজেদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। একদিকে শ্রমিক লাশ হচ্ছে, অন্যদিকে তথাকথিত শ্রমিক নেতারা অসহায় মানুষের অগণিত সম্পদ গ্রাস করছে। শ্রমিকদের লাশের উপর পা রেখে তাদের ক্ষমতার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করছে। খেটে খাওয়া অসহায় এ শ্রমিক শ্রেণীর আহাজারীতে আল্লাহর আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠছে।

অশান্তির কারণ

আজকের এ সমাজে যে অশান্তির আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলছে, তার একমাত্র কারণ আল্লাহর আইন চালু না থাকা ও অসৎ নেতৃত্ব। আল্লাহর আইন সমাজে চালু নেই বলে এ অশান্তি বিরাজ করছে। সোজা হিসাব আল্লাহর আইন থাকলে সমাজে শান্তি থাকবে, আল্লাহর আইন চালু না থাকলে অশান্তি হবে। আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের জবাবদিহীর অনুভূতিসম্পন্ন নেতা সমাজ চালালে দুর্নীতি থাকবে না। তাই সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও অশান্তি দূর করার একমাত্র ঔষধ আল্লাহর আইন ও সৎ নেতৃত্ব।

মুক্তির পথ

মানব রচিত পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, মুক্ত বাজার অর্থনীতি, ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ বা আধুনিক পরিভাষায় তৃতীয় বিশ্ব মতবাদ (Third World Order) কোন মতবাদই মানুষের সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি। একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার দেয়া এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কায়েম করে দেখিয়ে দেয়া ইসলামী জীবন বিধান শ্রমিক শ্রেণীসহ গোটা মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে। বোমাবাজী করে, জোর খাটিয়ে বা অস্বাভাবিক পন্থায় ইসলামী সমাজ কায়েম সম্ভব নয়। লোক তৈরী করে ও জনসমর্থনের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ কায়েম করাই সুন্নাতী পদ্ধতি। জীবনের সকল স্তরে ইসলামী আইন চালু হলেই শান্তি ফিরে আসবে, মানুষ মুক্তির পথ পাবে। ভাত, কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার নিশ্চয়তা একমাত্র ইসলামই দিতে পারে।

এক কথায় বলা যায়

এক. সকল সমস্যার সমাধান কুরআন হাদীস থেকে নিতে হবে।

দুই. লোক তৈরী ও জনমত গঠন করে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় বিপ্লব সাধন করতে হবে।

তিন. সকল মুমিন ভাই-ভাই এই মতবাদের ভিত্তিতে সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে।

ইসলামী শ্রমনীতির মূলকথা

১. সকল মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আদম (আঃ)কে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব সকল আদম সন্তানই মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাকওয়া ছাড়া কারো উপর কারো প্রাধান্য থাকবে না।

২. শ্রমিক মালিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ নয়, আলাপ ও আলোচনা করে আপোষ ও সমঝোতার মাধ্যমে উৎপাদনের ও দেশগড়ার কাজ করতে হবে।

৩. শ্রমিকদের উৎপাদিত পণ্যের লাভের একটা অংশ তাদের শরীক করে উৎপাদনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।

৪. শ্রমিকদেরকে কারখানার মালিনাকায় শেয়ার দিতে হবে।

৫. শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগে তার মুজুরী দিয়ে দিতে হবে।

শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য

এক. মজুরী ও পারিশ্রমিক এর বিনিময়ে কাজ করা

দুই. নির্ধারিত চুক্তি সম্পাদন করে কাজ করা

তিন. মালিক বা কর্তৃপক্ষের অধীনে কাজ করা

চার. কল্যাণকর, উৎপাদনমুখী ও গঠনমূলক কাজ করা।

পাঁচ. ইনসাফ ও সুবিচারের আলোকে কাজ করা।

শ্রমিক সংগঠনের গুরুত্ব

দুনিয়াতে সামষ্টিক কল্যাণের কোন কাজই একাকী করা যায় না। ইংরেজীতে একটা কথা আছে Unity is strength ঐক্যই শক্তি। এক হতে পারলে একটা শক্তি গঠিত হবে। আল্লাহ তায়ালার কথা হচ্ছে–

"ওয়া'তাছিমু বি-হাবলিল্লাহি জামিয়াঁও অলা তাফাররাকু" অর্থাৎ তোমরা ঐকবদ্ধভাবে আল্লাহর রশি (আল্লাহর আইন) ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

হাদীসেও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনজন লোক থাকলেও একজনকে নেতা বানিয়ে জামায়াত (সংগঠন) গঠন করতে বলেছেন।

শ্রমিকগণ তুলনামূলকভাবে অসহায়। তাদের নিজেদের প্রভাব, অর্থবল বা জনবল কোনটাই নেই। তাই তাদেরকে একতাবদ্ধ করতে পারলে তাদের শক্তি তৈরি হয়। সেই শক্তির সাহায্যে তারা নিজেদেরকে জুলুম থেকে রক্ষা করতে পারে। অন্যদেরকেও জুলুমের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করার কাজে অর্থাৎ মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসতে পারে। আল্লাহ তায়ালার ঘোষণাঃ

"কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিননাছ, তায়ামুরুনা বিলমারুফি ওয়াতানহাওনা আনিল মুনকার।"

অর্থাৎ তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে বেছে বের করা হয়েছে মানুষের (কল্যাণের) জন্য যাতে তোমরা ন্যায়ের আদেশ করতে পারো আর অন্যায়কে উৎখাত করতে পারো।

আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার করতে হলে শক্তি দরকার। শক্তি ছাড়া হুকুম চলে না ও তা কার্যকরী হয় না। আবার ঐক্যবদ্ধ না হলে শক্তি পাওয়া যায় না। তাই শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে এ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে থাকে।

নবীগণ এ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। নবীদের পক্ষেও এ দায়িত্ব একা পালন করে যাওয়া সম্ভব হয়নি। নবীগণ তাই যারাই তাদের কথায় একমত হয়ে ঈমান এনেছিলেন তাদেরকে সংঘবদ্ধ করেছেন ও আন্দোলন করেছেন।

আল্লাহর আইন চালু করার কাজ জামায়াতবদ্ধ হওয়া ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"কোন পাল থেকে একটি ছাগল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে যেমন তাকে বাঘে ধরে খেয়ে ফেলে, তেমনি কোন একজন মুমিন জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে সহজেই শয়তানের খপ্পরে পড়ে জাহান্নামের পথে ধ্বংস হবার জন্য রওয়ানা হয়"।

নামকরণ

শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করার জন্যই এ সংগঠনের নাম বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন। শ্রমিকগণ সাধারণত মজলুম ও অসহায়। এদেরকে জুলুমের হাত থেকে রক্ষা করে সকলের মত অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে সাহায্য করা এ সংগঠনের উদ্দেশ্য।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুযায়ী জালেম ও মজলুম উভয়কেই সাহায্য করতে হবে। মজলুমকে সাহায্য করা অর্থ তাকে জুলুমের হাত থেকে রক্ষা করা। কিন্তু জালেমকে সাহায্য করা অর্থ সাধারণভাবে বুঝা যায় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন জালেমকে তার জুলুম করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করার নাম জালেমকে সাহায্য করা।

উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন দু'টি কাজই করে থাকে ঃ

১. মজলুম শ্রমিকদেরকে জালেমদের জুলুম থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা।

কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা-সাক্ষাত, মতবিনিময়, আলাপ আলোচনা এবং প্রয়োজনে আইনসম্মত আন্দোলন গড়ে তুলে তাদেরকে জুলুম করার কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে।

২. নিজেদেরকে ইসলামী বিধান অনুসারে সংশোধিত করে সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি অর্জনের চেষ্টা করে।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কি?

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রমিক সংগঠনের একটি জাতীয় ফেডারেশন। সাধারণভাবে যারাই পরিশ্রম করে তারাই শ্রমিক। প্রচলিত অর্থে সমাজে যারা অন্যের অধীনে অর্থের বিনিময়ে পরিশ্রম করে তাদেরকেই শ্রমিক বলা হয়।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এর শ্রমিক কথাটি এসেছে শ্রম শব্দ থেকে। শ্রম শব্দটিকে ইংরেজিতে Labour এবং আরবিতে আমেল বলা হয়। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে ইংরেজিতে Labour welfare Federation বলা হয়। আরবিতে বলা হয় "ইত্তেহাদুল উম্মাল আল খাইরি বাংলাদেশ"। শাব্দিকভাবে যে কোন কাজ করাকে শ্রম বলা যায়, কিন্তু পারিভাষিক হিসেবে ভাল ও গঠনমূলক কাজকেই শ্রম বলা হয়। কোন খারাপ কাজ বা ক্ষতিকর কাজকে শ্রম হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা' অন্যায়ভাবে কাউকে আঘাত করা, চুরি করা, যেনা-ব্যভিচার করা ইত্যাদিকে শ্রম হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। যদিও পাশ্চাত্য সমাজে যেনা-ব্যভিচারকে শ্রম বলে চালাতে চায়।

শ্রমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা শারীরিক শ্রম, অপরটি মানসিক শ্রম। এই দৃষ্টিতে চিন্তা করলে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই শ্রমিক। একজন রিক্সাওয়ালা যেমন শরীর খাটিয়ে কাজ করে, তেমনি একজন আইনজীবী বুদ্ধি-যুক্তি খাটিয়ে মানসিক শ্রম ব্যয় করে।

দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রম একটি মৌলিক উপাদান। উৎপাদনের চারটি উপাদানের মধ্যে শ্রম অন্যতম। শ্রম ছাড়া কোন জিনিসই উৎপাদিত হতে পারে না। Land, Labour, Capital এবং Organization এ চারটি উপাদানের মধ্যে শ্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারণ শ্রম দ্বারাই বাকি উপাদানগুলো কাজে লাগে।

ফেডারেশনের আকীদা ও বিশ্বাস

১. আল্লাহ তায়ালাই আমাদের একমাত্র রব ও হুকুমকর্তা।
২. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের একমাত্র আদর্শ নেতা।
৩. কুরআন হাদীস একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।
৪. সাহাবায়ে কেরামই (রাঃ) নবীর আনুগত্যের একমাত্র আদর্শ নমুনা।
৫. দ্বীন কায়েম করাই জীবনের একমাত্র পরম উদ্দেশ্য।
৬. জিহাদই আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের একমাত্র পথ।
৭. আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতে মুক্তিই একমাত্র চূড়ান্ত লক্ষ্য।
৮. শ্রমিকদের ইনসাফ ভিত্তিক অধিকার আদায়ের চেষ্টা করা একটি ইবাদত।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পরিচিতি

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঃ

- ◆ শ্রমিকদের দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের মুক্তি অর্জনের এক অনন্য সংগঠন।
- ◆ ইসলামী জ্ঞান অর্জনের এক মহা সুযোগ।
- ◆ উন্নত চরিত্র গঠনের এক শক্তিশালী মাধ্যম।
- ◆ জনসেবা ও সমাজ সংস্কারের এক বাস্তব কর্মসূচি।
- ◆ ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আদর্শ রাষ্ট্র ও সরকার গঠনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত এক নিবেদিত কাফেলা।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বৈশিষ্ট্য

- ◆ লোক তৈরি ও জনমত গঠনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা।
- ◆ ইসলামী যোগ্যতা ও আমলী যোগ্যতার ভিত্তিতে লোক তৈরি হয়।

- তাকওয়াই (আল্লাহর ভয়ই) মর্যাদা পাওয়ার মানদণ্ড।
- কর্মী ও সুধীদের আর্থিত কুরবানীই বায়তুল মালের উৎস।
- শ্রমিক-মালিক সমস্যার সমাধান দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মাধ্যমে নয়, আলাপ আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে।
- শ্রমিকদের গায়ের ঘাম শুকানোর আগে মজুরী আদায়ের চেষ্টা।
- শ্রমিকদের উৎপাদনে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে লভ্যাংশ প্রদান।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ইতিহাস

১৯৬৮ সালের ২৩শে মে ইসলামের বিধান অনুসারে শ্রমিক সমস্যার সমাধানের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু দুনিয়ার এ জীবনই শেষ নয়, যেহেতু দুনিয়ার সকল কাজের পুংখানুপুংখ হিসাব আখেরাতের অনন্ত জীবনে দিতে হবে এবং যেহেতু আমাদের প্রতিটি কাজ অন্য কেউ না দেখলেও মহান আল্লাহ দেখছেন, সেহেতু ভাল শ্রমিক হবার সাথে সাথেই ভাল মুসলমান হবার চেষ্টা করতে হবে। এমনভাবে কাজ করতে হবে যেন দুনিয়াতে শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যায়। খাঁটী মুসলমান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও শ্রমিকের বাঁচার দাবী আদায়ের জন্য বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মেহনতী মানুষের মুক্তির পতাকা নিয়ে এগিয়ে চলছে।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করাই চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। আল্লাহর সন্তোষ অর্জিত হলে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারা যাবে এবং জান্নাত পাওয়া যাবে। আল্লাহর হুকুম ও তাঁর রাসূলের আদর্শ কায়েম করার জন্য মাল ও জান দিয়ে চূড়ান্ত চেষ্টা চালালেই আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এর গঠনতন্ত্রের ৪ নং ধারা অনুযায়ী ১৩টি বিষয়কে উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পথে ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা।

২. সাধারণ শ্রমিকদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ এর মনোভাব সৃষ্টি করা।

৩. শ্রমিকদের মধ্যে ঈমান, একতা, শৃংখলা, ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা।

৪. শ্রমিকদের চাকুরির অধিকার, মর্যাদা, স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষা করা।

৫. শ্রমিকদের জন্য আইনগত সাহায্য সহজলভ্য করা।

৬. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার International Labour Organization (ILO) সুপারিশ ও কনভেনশন এর সহায়তা নেয়া।

৭. অনুমোদিত ইউনিয়ন সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

৮. শ্রমিকদের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্বাবোধ সৃষ্টি ও উৎপাদনের মনোভাব জাগ্রত করা।

৯. বাক স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাসহ সংগঠন ও সমাবেশ করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

১০. অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিধিসম্মত, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক কর্মসূচি পালন করার চেষ্টা করা।

১১. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের পেশাগত যোগ্যতা, দক্ষতা এবং নৈতিক মান বৃদ্ধির চেষ্টা করা।

১২. জীবনের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদার ভিত্তিতে শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারণ এবং জীবন ধারণের মান উন্নয়নের চেষ্টা করা।

১৩. আখেরাতে নাজাতের জন্য কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করা।

উপরোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রমিক কর্মচারীদের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

দাওয়াত

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (হুকুমকর্তা) নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।"

এ বিপ্লবী কালেমায়ে তাইয়্যেবার দাওয়াতকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন তিন দফা দাওয়াত হিসেবে পেশ করে ঃ

১. আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ (হুকুমকর্তা) মেনে নিন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে একমাত্র আদর্শ নেতা হিসেবে গ্রহণ করুন।

২. খাঁটি মুমিন হওয়ার জন্য চিন্তা, কথা ও কাজের গরমিল দূর করুন।

৩. ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিল্পকারখানাসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য ঈমানদার, সৎ, যোগ্য ও খোদাভীরু নেতৃত্ব গড়ে তুলুন।

কর্মসূচী

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রমজীবী মানুষসহ সকলের কল্যাণের জন্য চার দফা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে ঃ

ক. সংগঠন

- শ্রমিক কর্মচারীদেরকে ইসলামী শ্রমনীতিসহ আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের দাওয়াত দিয়ে প্রাথমিক সদস্য বানানো।
- প্রাথমিক সদস্যদের ঈমান ও আমলের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইউনিট গঠন করা।
- বঞ্চিত শ্রমিকদের সকল অধিকার আদায়ের জন্য অবিরাম চেষ্টা করা ও অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ দায়িত্ব পালন করা।
- আল্লাহর পথের সংগ্রামে সীসাঢালা প্রাচীরের মত ঐক্য ও শক্তি গড়ে তোলা।

খ. ট্রেড ইউনিয়ন

সরকারের নিয়ম অনুযায়ী শ্রমিক সংগঠন কায়েম করে শ্রমিকদেরকে জুলুম থেকে রক্ষা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করাই হবে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ।

- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্য সহযোগিতা সহজলভ্য করা।
- অনুমোদিত ইউনিয়নগুলোকে বিধিসম্মতভাবে পরিচালিত করে চিন্তার ঐক্য ও সাংগঠনিক মজবুতি প্রতিষ্ঠা করা।
- সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির মনোভাব সৃষ্টি করা।
- শ্রমিকদের চাকুরির নিশ্চয়তা ও তাদের নিরাপত্তা বিধান করা।
- দ্রব্যমূল্যের ও মৌলিক অধিকারের সাথে মিল রেখে মজুরী প্রদানের ব্যবস্থা করা।

গ. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

- ইসলামী চরিত্র গঠনের জন্য জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
- শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দান।

ঘ. সেবা ও সংস্কার

- অসহায়, অসুস্থ, বিপদগ্রস্ত শ্রমিকদের সেবা ও সাহায্য করা।
- শিল্পকারখানাসহ সকল স্তরে গণতান্ত্রিক পন্থায় সৎ, যোগ্য ও খোদাভীরু নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

সাংগঠনিক কাঠামো

ইউনিট, উপজেলা/ অঞ্চল, জেলা ও বিভাগ/ মহানগরী শাখা সংগঠন নিয়ে কেন্দ্রীয় ফেডারেশন গঠিত।

ফেডারেশনের চারটি স্তর

১. **সাধারণ সদস্য ঃ** ফেডারেশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির সাথে একমত হয়ে যারা সদস্য ফরম পূরণ করে তারা সাধারণ সদস্যভুক্ত হয়।

২. **সক্রিয় সমর্থক ঃ** কর্মীদের চারটি কাজের মধ্যে যে কোন একটি কাজ করলেই সক্রিয় সমর্থক হয়।

৩. **কর্মী ঃ** (এক) নিয়মিত বৈঠকাদিতে যোগদান, (দুই) ইসলামী কাজের রিপোর্ট প্রদান, (তিন) ফেডারেশনে সাধ্যমত অর্থ দান, (চার) দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ- এ চারটি কাজ করলে কর্মী হয়।

৪. **রুকন ঃ** আল্লাহর কাছে জান ও মাল বিক্রি করার শপথ গ্রহণের মাধ্যমে বিশেষ পদ্ধতিতে রুকন হতে হয়।

শ্রমনীতি

ইসলামের সুবিচারপূর্ণ বিধান এবং আইএলও (ILO) কনভেনশনের সুপারিশের আলোকে শ্রমনীতিকে ঢেলে সাজানো হবে। যেখানে থাকবেঃ

১. শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের বেতন বোনাস ছাড়াও মুনাফার অংশ প্রদানের নীতি।

২. ন্যুনতম বেতন কাঠামো যেখানে মৌলিক অধিকার (ভাত, কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা) সাধারণ মানের হলেও প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

৩. নারী ও পুরুষের বেতন-ভাতা ইনসাফপূর্ণ অবস্থায় আনয়ন করা।

৪. শ্রমিক কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় পেশাগত প্রশিক্ষণ ও নৈতিক মান রক্ষা।

৫. দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিক এবং তার পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. দেশ থেকে শিশুশ্রম উচ্ছেদ করে তাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন ও সুখী পরিবেশের ব্যবস্থা করা।

৭. শ্রম আদালতের এমন উন্নয়ন করা যাতে শ্রমিক অতি সহজে ও দ্রুত সুবিচার পেতে পারে।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিচিতি

১. বাংলাদেশ সরকারের Labour Directorate-এর রেজিস্ট্রিকৃত একটি সংগঠন যার নম্বর- বাংলাদেশ জাতীয় ফেডারেশন-৮ (B.J.F-8)

২. International Labour Organization (ILO)-এর অনুসমর্থিত কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ দ্বারা সমর্থিত।

৩. International Islamic Confederation of Labour (IICL)-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি IICL-এর নির্বাচিত সহ সভাপতি (Vice-President).

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সদস্য হোন

১. সাধারণ সদস্য হবার জন্য প্রাথমিক সদস্য ফরম পূরণ করুন।

২. সৎ ও যোগ্য হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য সাপ্তাহিক বৈঠকে বসার অভ্যাস করুন।

৩. কুরআন, হাদীস ও অর্থসহ তাফসীর পড়ুন ও ইসলামী সাহিত্য পড়ে জ্ঞান সঞ্চয় করুন।

৪. আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠায় সাহসী সৈনিক হিসেবে এগিয়ে আসুন।

৫. জান্নাতের বিনিময়ে নিজের মাল ও জান আল্লাহর কাছে বিক্রি করে সক্রিয় ভূমিকা পালন করুন।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সেক্রেটারীবৃন্দ

কার্যকাল	সভাপতি	সেক্রেটারী
১৯৬৮-১৯৭২	মরহুম ব্যারিস্টার কুরবান আলী	ডঃ গোলাম সরওয়ার
১৯৭৩-১৯৭৮	এডঃ এ বি এম আনোয়ার হোসেন	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
১৯৭৯-১৯৮০	এডঃ এ বি এম আনোয়ার হোসেন	এডঃ শেখ আনছার আলী
১৯৮১-১৯৮২	মরহুম মোঃ নূরুল হক	এডঃ হাতেম আলী তালুকদার
১৯৮২-১৯৮৫	মরহুম মোঃ নূরুল হক	মরহুম শাহ আলম চৌধুরী
১৯৮৫-১৯৮৬	মরহুম মোঃ নূরুল হক	এম. এ. গণি
১৯৮৭-১৯৮৯	মরহুম মাস্টার মোঃ শফিকুল্লাহ (সাবেক এমপি)	এম. এ. গণি
১৯৯০-২০০১	এডঃ শেখ আনছার আলী (সাবেক এমপি)	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
২০০২-২০০৩	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান (সাবেক এমপি)	মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
২০০৪-২০০৫	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান (সাবেক এমপি)	মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
২০০৬-	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান (সাবেক এমপি)	মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

যোগাযোগের ঠিকানা

- বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, ৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
- অফিসে যোগাযোগের জন্য ফোন- ৮৩৫৮১৭৭, ৯৩৩১৫৮১
  কেন্দ্রীয় সভাপতি : ০১৭১৫-০১৬৮৫৮, সাধারণ সম্পাদক- ০১৭১-৭৩০৮৮৯
  ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৩৫৫০৪৪।
  E-mail: cpskf@hotmail.com, Website: www.sramik-kalyan.org.

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে ভালোভাবে জানতে হলে পড়ুন

০১. পরিচিতি
০২. গঠনতন্ত্র
০৩. শ্রমিকের অধিকার
০৪. ইসলামী শ্রমনীতি
০৫. ঐতিহাসিক ভাষণ
০৬. শ্রমআইন ও শ্রমিক কল্যাণ
০৭. ট্রেড ইউনিয়ন ও কাজের পদ্ধতি
০৮. Islam & Rights of Labour
০৯. ইসলামের শ্রমনীতি ও ট্রেড ইউনিয়ন
১০. ইসলামী সমাজে শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা
১১. আল-কুরআনের পাতায় শ্রম, শ্রমিক ও শিল্প
১২. শ্রমিক আন্দোলন ও মাওলানা মওদূদী (রহ.)
১৩. তৃণমূল পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও ইসলামী আন্দোলন
১৪. ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য
১৫. ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব ও ইউনিয়ন গঠন পদ্ধতি
১৬. Introduction to Bangladesh Sramik Kalyan Federation

কল্যাণ প্রকাশনী